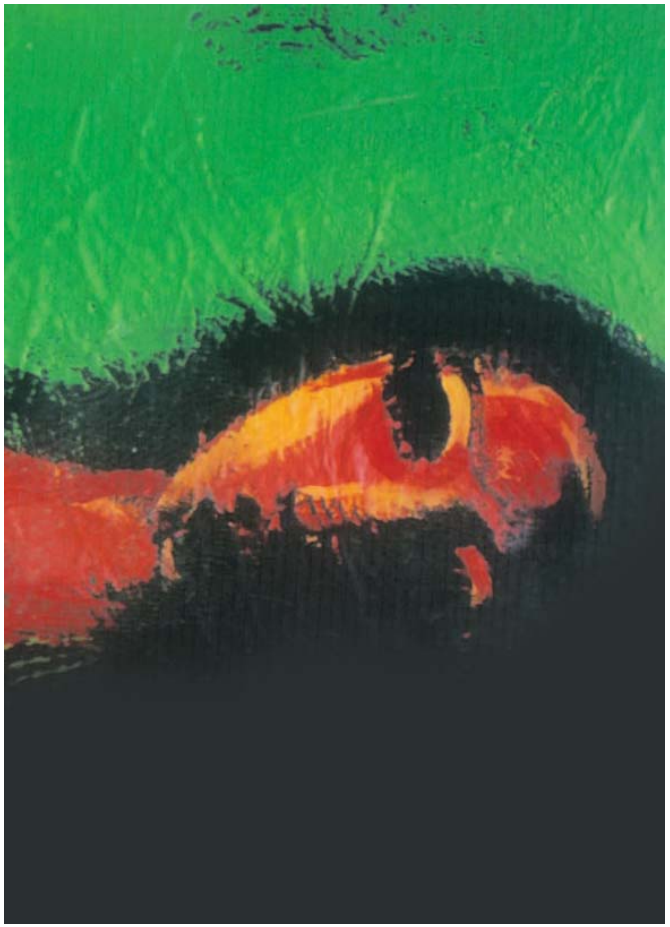

Avj gvng`

সহি জঙ্গনামা

নদীটা পার হয়েই বাড়িটা।

আগে যখন পারাপারের নৌকা বাড়িটার পাশে এসে লাগত তখন আপনা থেকেই একটা পারঘাটা গড়ে উঠেছিল এখানে। কিন্তু এখন নদী প্রায় শুকিয়ে যাওয়ায় ঘাট বদলে গেছে। পারাপারের জন্য নিয়মিত কোন নাও নেই। নদী শুকিয়ে মরে গেলেও তার কিছু ফোঁপানি তা থেকে যায়। সে ফোঁপানির মত একটি পানির ধারা এখনো আছে। এখনো লোকে নদীটির নাম উচ্চারণ করে শেয়ালবহা পাগলি বলে। মেঘনার শাখা মেঘনাতেই সমর্পিত। আগের সেই উচ্ছ্বাস আনন্দ তরঙ্গ তৃষ্ণা সব মিটে গেছে। আছে চোখের পানির মতো একটা জলধারা। একেই পাগলি বলতে হয় বৈকি। পারঘাটা এখন আঘাটায় পরিণত হয়েছে, জনমানুষশূন্য এলাকাই বলা যায়। এর মধ্যে অপরিচ্ছন্ন দাঁত বের করা হাসির মত এই অতি প্রাচীন বাড়িটা দাঁড়িয়ে যেন পাগলির বিলাপ শুনছে।

নাদিম নদীটা পার হয়ে হাতে একটি বিরাট পাটের ব্যাগ নিয়ে বন্ধ দরজায় পাশে এসে দাঁড়ালো। ব্যাগটা আনার জন্য ইচ্ছা করে সে কোন মোটবাহী মাঝির ছেলের সাহায্য নেয়নি। এসেছে তার শিক্ষকের বাড়িতে। মাঝে মাঝেই ঢাকা থেকে এখানে এসে এক আধ দিন থেকে যেতে ইচ্ছে হলেও, বছর পেরিয়ে যায় নাদিমের আসা হয় না। নাদিম সব সময় তার চিরকালের গুরু তার সর্ব প্রকার অক্ষরজ্ঞানের অভিভাবক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশের ইঙ্গিতদাতা সৈয়দ হাশেম পণ্ডিতের দাহলিজে এসে হুমড়ি খেয়ে কিছুদিন পড়ে থাকতে চায়। মোমবাতির পাশে পাকা দাড়িওয়ালা ফর্সা মুখের কথা শুনতে চায়। চায় তার নিজের জীবনের ব্যর্থতা ব্যাকুলতা এবং নিজের রচনায় অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে আলোচনা করতে, অনুতাপ করতে। হাতের বোঝাটা এতক্ষণ নাদিমকে ডান পাশে প্রায় কাত করে রেখেছে। এখন দরজার সামনে বোঝাটা নামিয়ে ডান হাতটা কনুইয়ের উপর ভাঁজ করে মাস্‌ল তুলল। মাংসপেশী গুটি বেঁধে উঁচু হয়ে উঠেছে। নাদিমের বয়স চল্লিশ। দেহ সুঠাম সুগঠিত। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল নাদিম। বাতাসে শুকনো নদী গাছপালা এবং এ বাড়ির পুরনো ধসেপড়া লাল ইটের গন্ধ একসঙ্গে মিশ্রিত হয়ে নাদিমের অস্তিত্বে প্রবেশ করছে। নাদিমের ঝিমধরা হাতের রগগুলো এখন শিথিল, পেশী ক্লান্ত। একটা কোকিল হঠাৎ এ বাড়ির পুব দিকে মান্দর গাছ থেকে ডেকে উঠল। মান্দরের গাছগুলো এখনো আছে? এর পাশেই তো ছিল জিগার বিশাল বন। নাদিমের কৈশোরের স্মৃতি মনে পড়ল। পুরনো বয়স্ক জিগা গাছের শিকড়ের উপর পড়ে থাকত কাণ্ডনিশ্রিত আঠার তাল। ঐ আঠা দিয়ে বইয়ের মলাট শক্ত করত নাদিম। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করত আয়শা বানু পণ্ডিত হুজুরের একমাত্র মেয়ে।

হঠাৎ মনে হল এই যে নাদিম ঢাকা থেকে আসার সময় ব্যাগভর্তি জিনিসপত্র তার শিক্ষকের জন্য নিয়ে এসেছে, এটাকি শুধুই গুরুদক্ষিণা দিতে আসা। নাকি অন্য কাউকে একনজর দেখতে আসা!

দরজাটার উপর নাদিম হাত রাখল। তারপর লোহার কড়া ধরে দু'বার খট খট করে শব্দ করল। দরজাটা খুলতেই নাদিম দেখল আয়শা বানুই দাঁড়িয়ে আছে।

নাদিমকে দেখে সহসাই আয়শার চোখের মধ্যে একটা ঝিলিক উঠল বটে কিন্তু তা হাসি হয়ে ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ল না।

কখন এলে?

এই তো ট্রেন থেকে নেমে সোজা হেঁটে এসেছি। হাসার চেষ্টা করলা নাদিম।

এই ভারী ব্যাগটা কাউকে দিয়ে এখানে আনাতে পারতে বলেই দরজাটা খুলেই আয়শা এগিয়ে এসে ব্যাগটা ধরল।

যাও আব্বা বিছানায় বসে বই পড়ছেন। আজকাল সকাল সকালেই পড়াশুনা করেন। বিকালে ভাল দেখতে পান না। একটু লালি অন্ধের প্রকোপ হয়েছে মনে হয়। গোধূলি বেলাটা একেবারেই ঘরে বসে কাটান। এ কথা বলে ভারী বোঝাটা আয়শা বানু হাতে তুলে নিল।

নাদিম ততক্ষণে কপাট ঠেলে ভেতরে একেবারেই পণ্ডিত হুজুরের খাটের কাছে গিয়ে উবু হয়ে শিক্ষককে কদমবুছি করল।

কে?

পায়ে স্পর্শ পেয়ে সৈয়দ হাশেম পণ্ডিত সহসাই সচকিত হয়ে নাদিমকে দেখতে চাইলেন। তার মধ্যে একটা খুশির ভাব বোঝা গেল।

আমি স্যার, নাদিম।

আমি তোমার আঙুল স্পর্শ পায়ে লাগতেই আন্দাজ করেছিলাম যে তুমি এসেছে।

জি স্যার।

ঐ মোড়াটায় বস। আমি আয়শাকে ডাকব?

ও আসবে স্যার, একটা ব্যাগ নিয়ে ভেতরে গেছে। নিশ্চয় এখনিই চা নিয়ে আসবে। মোড়াটায় বসতে বসতে নাদিম পণ্ডিত হুজুরকে আশ্বস্ত করল।

এবার একটু দেরি করে এলে। হাসিমুখেই কথাগুলো বললেন হাশেম পণ্ডিত।

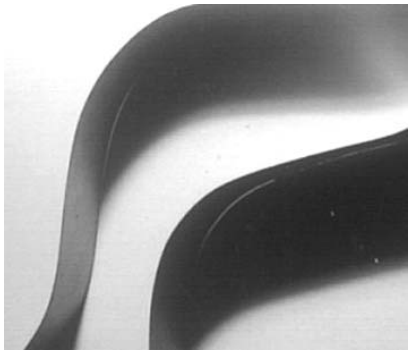

হ্যাঁ স্যার। প্রায় নয় মাস হয়ে গেল আপনাকে দেখতে আসতে পারিনি। লেখালেখির কাজ বেড়েছে। তাছাড়া সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে নিয়মিত জোগান দিতে হয়। আসব আসব করেও সময়টা পার হয়ে গেল। আপনার জন্য দুকার্টন ব্যানসন সিগারেট নিয়ে এসেছি। এবার অনেক দিন মনের মত ধূমপান করতে পারবেন। তাছাড়া আমি স্যার পনের দিনের ছুটি দিয়ে এসেছি। নিজের বাড়িতে না গিয়ে সোজা আপনার এখানে এসেছি। মনটা ভাল নেই স্যার।

পনের দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। নিজের বাড়িতে না গিয়ে সোজা আপনার এখানে এসেছি। মনটা ভাল নেই স্যার। এখন মনে হচ্ছে আমাদের আদর্শ পরাজিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের যে বাণী আমরা মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম তা তাদের হৃদয়ে স্পর্শ করেনি। তারা এতে উত্তেজিত হয়েছিল বটে কিন্তু আস্থা স্থাপন করেনি স্যার। তারা ঠিকই করেছে। আমরা তাদের ভুল নির্দেশের দিকে চালিত করেছিলাম। কিন্তু তারা অর্ধেক পথ এগিয়ে আমাদের পথের মধ্যে রেখে ফিরে এসেছে। আমরা স্যার পরাজিত। অথচ সত্য হল এই আমরা অন্যকে শাস্তি দিতে চাইতাম কিন্তু আমাদের অপরাধের কেউ কোন শাস্তি দাবি করল না। এ সময় আয়শা বানু একটা ট্রেতে করে দুকাপ কফি, দুটি চকলেটবার এবং এক প্যাকেট সদ্য আনা ব্যানসন সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নিয়ে হাজির হলো। সে ট্রেটা রাখতেই হাশেম পন্ডিত প্রসন্ন হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত করলেন।

কফির গন্ধ পাচ্ছি।

হ্যাঁ, নাদিম তোমার জন্য নিয়ে এসেছে বাবা। অনেক কিছু এনেছে। পরে তোমাকে সব কিছু দেখাব। এখন কফি আর সিগারেট খাও, আর তোমার প্রিয় চকোলেট। আমি যাই, নাদিমের জন্য কাউকে দিয়ে ঘাট থেকে কিছু মাছে জোগাড় করতে পারি কিনা দেখি।

একথায় প্রীত হয়ে হাসলেন হাশেম পন্ডিত।

কফিতে চুমুক দিতে দিতেই নাদিম খুব মৃদু স্বরে বলে উঠল, স্যার আপনি কিন্তু আমার কথার কোন জবাব দিচ্ছেন না।

জবাব দিচ্ছি না ঠিকই। কিন্তু জবাব দেবার